টানা নয় সপ্তাহ উত্থানের পর পুঁজিবাজারে বড় ধস, মূলধনে ক্ষতি কয়েক হাজার কোটি টাকা

সংগৃহীত ছবি

টানা নয় সপ্তাহের উত্থানের পর বড় ধসের মুখোমুখি হয়েছে দেশের পুঁজিবাজার। ১০ থেকে ১৪ আগস্টের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) পাঁচ কার্যদিবসের চার দিনই সূচক পতন ঘটে। একই চিত্র দেখা গেছে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই)।

গত সপ্তাহে শেয়ারের দাম কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির। ডিএসইর সাপ্তাহিক পর্যালোচনা বলছে, সপ্তাহজুড়ে মাত্র ৯৯ কোম্পানির শেয়ারদর বেড়েছে। বিপরীতে দর কমেছে ২৭৪টির, আর অপরিবর্তিত থেকেছে ২৩টি শেয়ার।

শেয়ারের এই দরপতনের ফলে বাজার মূলধনে কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। সপ্তাহ শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহের তুলনায় ৩ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা কম। এর আগে টানা ৯ সপ্তাহে বাজার মূলধন বেড়েছিল প্রায় ৬৯ হাজার কোটি টাকা।

হঠাৎ এই দরপতনে বিপাকে পড়েছেন বিনিয়োগকারীরা। ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স এক সপ্তাহে কমেছে ৫৭.৯২ পয়েন্ট বা ১.০৭ শতাংশ। সূচকটি দাঁড়িয়েছে ৫,৩৫০ পয়েন্টে। ডিএসই-৩০ কমেছে ২৩.৮৮ পয়েন্ট বা ১.১৪ শতাংশ, আর শরিয়াহ সূচক কমেছে ৭.২৬ পয়েন্ট বা ০.৬২ শতাংশ—যা টানা তিন সপ্তাহ ধরে পতনের মধ্যে রয়েছে। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) সূচক ডিএসএমইএক্স বেড়েছে ৩০.৮০ পয়েন্ট বা ৩.২৯ শতাংশ।

দরপতনের পাশাপাশি লেনদেনে ব্যাপক ধীরগতি দেখা গেছে। গত সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ৬৮৯ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহের তুলনায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ কম। লেনদেনে শীর্ষে ছিল ওরিয়ন ইনফিউশন, যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৪২ কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এরপর তালিকায় ছিল বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন ও সিটি ব্যাংক। শীর্ষ দশে ছিল ব্র্যাক ব্যাংক, মালেক স্পিনিং, রহিমা ফুড, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ, সি পার্ল রিসোর্ট, খান ব্রাদার্স ওভেন ব্যাগ ও সোনালী পেপার।

দাম বৃদ্ধির তালিকায় উপস্থিতি ছিল না কোনো বড় খাতের নাম। ডিএসইর শীর্ষ ২০ দাম বৃদ্ধির তালিকায় সিরামিক, চামড়া, প্রকৌশল, বস্ত্র, খাদ্য, ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি, ভ্রমণ ও বিবিধ খাতের কোম্পানিগুলো উঠে এলেও ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা, জ্বালানি ও মিউচুয়াল ফান্ড খাত একেবারেই অনুপস্থিত ছিল।

বিশ্লেষকদের মতে, শেয়ারবাজারের এই অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করছে। তাদের মতে, বড় খাতগুলোতে মুনাফা তোলা, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এবং নীতি-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে অনেক বিনিয়োগকারী ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অবমূল্যায়িত ও কমদামি শেয়ারের দিকে ঝুঁকছেন।

চট্টগ্রামেও একই চিত্র লক্ষ্য করা গেছে। সিএসইতে সার্বিক সূচক সিএএসপিআই এক সপ্তাহে কমেছে ২২০ পয়েন্ট বা ১.৪৪ শতাংশ। বাজার মূলধন কমেছে ৫,১৬০ কোটি টাকা। লেনদেনেও নেমেছে ধস—এক সপ্তাহে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা কমেছে লেনদেন।

আগামী সপ্তাহে মিশ্র প্রবণতার ইঙ্গিত মিলছে। বিশ্লেষকদের মতে, বড় খাতগুলোর বর্তমান দর বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তারল্য পরিস্থিতি উন্নত হলে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে নতুন করে উত্থান আসতে পারে। তবে জ্বালানি খাতের নীতি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অনিশ্চয়তা কাটবে না। অন্যদিকে বস্ত্র খাত নিয়ে ইতিবাচক খবর বাজারে ভেসে বেড়াচ্ছে—রপ্তানি অর্ডার বাড়ার কারণে এ খাতে নতুন বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা প্রবল।